দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 DEC 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

অ্যাডভেনচারিজম নয়, ছাত্রদের শিক্ষালাভ করতে হবে ঃ তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেছেন, ছাত্রদেরকে অ্যাডভেনচারিজম নয় বরং শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিতে তৈরি হতে হবে।

তথ্যমন্ত্রী রোববার ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ছাত্র সংসদ আয়োজিত বার্ষিক সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। খবর তথ্য বিবরণীর।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সংসদ সদস্য এটিএম আলমগীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদ, উপউপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, ডাকসু এজিএস নাজিমুদ্দিন আলম, হল ছাত্র সংসদের ভারপ্রাপ্ত সহসভাপতি এসএম নজরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহিনুদ্দিন শাহীন বক্তব্য রাখেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সকলে এদেশের নাগরিক। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। আমরা কষ্ট, ত্যাগ ও সংগ্রামের পর গণতন্ত্র পেয়েছি। তিনি বলেন, কষ্টার্জিত গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অতীত গৌরবময় ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দ্বারা কষ্টার্জিত গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে

(৮-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) তথ্যমন্ত্রী

ছাত্রদেরকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। সন্ত্রাসকে দূর করে অত্যন্ত শৃংখলার সাথে শিক্ষাজীবনকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রদেরকে এই মহৎ উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণে ইতিমধ্যে সেশন জটের জন্য জেনারেশন গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা না গ্রহণ করলে অন্তঃসারশূন্য হয়ে যেতে হয়। এর ফলে আন্দোলন করে নেতৃত্ব পেলেও সে নেতৃত্ব টিকে না। কারণ ওই অন্তঃসার শূণ্য নেতৃত্বের মধ্যে বিদ্যা নেই। অতীতের গৌরবময় দিনগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বড় বড় মেধা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন নেতৃত্ব বেরিয়ে এসেছে। [illegible]নের মাধ্যমে নেতৃত্ব সৃষ্টিতে কোন [illegible]টি পদ্ধতি নেই। উপযুক্ত নেতৃত্বের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের মাধ্যমে কষ্টার্জিত গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে। পারস্পরিক সহনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র চর্চা করে জাতির প্রত্যাশা পূরণ করবে। এর ফলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করবে। তিনি বলেন, বর্তমান সার্বভৌম জাতীয় সংসদের সদ্য সমাপ্ত অধিবেশনে সরকারী দল ও বিরোধীদল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। তিনি বলেন, ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ফলে প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। এজন্য সকল মহলকে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেন, জাতীয় মৌলিক বিষয়ের ওপর ছাত্রসমাজ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে জনগণের সামগ্রিক দিকনির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারী মহান শহীদ দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো জাতীয় উদযাপন কমিটি গঠনের মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দেশব্যাপী উদযাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।